১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৩

২ এপ্রিল, ২০২৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশনায় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ২ এপ্রিল, ২০২৩/১৯ চৈত্র, ১৪২৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশেও '১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং অটিজম নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের প্রতিপাদ্য "Transformation: Toward a Neuro Inclusive World for All" অর্থাৎ "রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বগঠন" যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের সমাজ ও পরিবারের অংশ। প্রতিবন্ধী ও এনডিডি (নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিস্যাবিলিটি) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার ইতোমধ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১৩', 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩', 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮' এবং 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। বিধিমালা ও নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে চিকিৎসা ও থেরাপি সেবার পাশাপাশি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া গ্রহণ করার প্রয়াস চলমান রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইতোমধ্যে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যা সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি এবং অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণের জীবনমান আরো উন্নত হবে বলে আমি মনে করি। অটিজম ও এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী সেবার প্রয়োজন হয়। তাই অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রদান করে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের যথাযথ পুনর্বাসনে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে হলে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন শিশু ও ব্যক্তিদের পিছনে ফেলে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের পথকে আরো প্রসারিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ ২ এপ্রিল 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৩'। মহান এ দিবসে আমি দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার, কেয়ারগিভার, সুহৃদ বন্ধুবান্ধব এবং অটিজম মোকাবেলায় নিবেদিত সর্বস্তরের সকল কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে,

"রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য
নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বগঠন"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সর্ব-সাধারণের সকল অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা সনদ (UNCRPD)'-এর অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'কাউকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া নয়'-এই নীতির আলোকে বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে তাদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও ধরণ বিশ্লেষণ করে সক্ষমতা আনয়নের জন্য উপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্টকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। সাংবিধানিক ও জাতিসংঘ সনদের আলোকে এনডিডি ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩', 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩', 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮' এবং 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করে বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অটিজম ব্যক্তির জীবনকে সহজতর করতে জীবনকালব্যাপী শিক্ষা, চিকিৎসা, থেরাপি, প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম ও দক্ষ করতে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে অটিজম ও এনডিডি সুরক্ষা সেবাদান প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য এককালীন ও বিশেষ আর্থিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে। এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের অমৌখিক যোগাযোগের জন্য 'বলতে চাই' এবং এনডিডি ব্যক্তিদের ডিজিটাল স্ক্রিনিং ও প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে।

বিশেষ স্কুলের শিক্ষক ও এনডিডি শিশুর পিতা-মাতা/ কেয়ারগিভারদের অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এনডিডি ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে যাতে তাদের জীবনকে সহজতর করা যায়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় এ বছরই ১৪ (চৌদ্দ)টি স্থানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র'-এর মাধ্যমে এনডিডি ব্যক্তির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে পরিবর্তনশীল সময় ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম দ্বারা ১৭ ধরণের সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে '৮টি চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের পর্যায়ক্রমে জেলা-উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে যাতে অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এখন সময়ের দাবি।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি যদি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরাও পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে অনেক অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এজন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সদস্য, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহায়তা সমর্থন ও সহায়তা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের বিত্তবান ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তির পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশাবাদী।

আমি ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

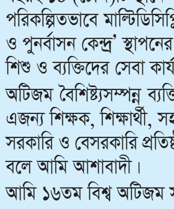

বাণী

সভাপতি
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

আজ ২ এপ্রিল ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৩ পালিত হচ্ছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বগঠন" যথার্থ বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশেও প্রতিবছর এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অটিজমসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সফলভাবে পালিত হয়ে আসছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে একীভূত করে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে সরকার অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর পরামর্শে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে অটজম বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বলয় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। যার মধ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩', 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩', 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮' এবং 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯'-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির জন্য অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেরাপি প্রদানসহ অটিজম সচেতনতা ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা অনুদান, অভিভাবক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া উন্নত বিশ্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে যা বাংলাদেশেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তাদের জীবনকে যেমন সহজতর করেছেন, তেমনি তাদের কর্মদক্ষতাও বাড়াতে সক্ষম হচ্ছেন। এসব প্রযুক্তিকে প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও সহজলভ্য করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রতিবন্ধীবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তাই প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছেন এমন শিশু ও ব্যক্তিরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এ বার্তাটি সকলে মিলে সমাজের সকল স্তরে পৌঁছে দেয়া এখন সময়ের দাবি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবো এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজকের এই দিবস উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের সকল অটিজল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও পরিচর্যাকারী এবং তাদের নিয়ে কাজ করা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

রাশেদ খান মেনন এমপি

নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট : অটিজম ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

আজ ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৩। অটিজম জীবন বৈচিত্রেরই একটি অংশ। স্নায়ুবিকাশের ভিন্নতাজনিত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে এ সকল মানুষ যথাযথভাবে সামাজিক যোগাযোগ, চলাফেরা, ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ হয় না। ফলে প্রয়োজন হয় জীবনব্যাপী যত্ন পরিচর্যা। অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালে ২ এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও যথযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে দিবসটি। এবার ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য "পরিবর্তনের অভিযাত্রায় সবার জন্য নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বগঠন"।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্তীতে সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে সমাজে নানা কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুসংহত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার বিষয়টি সন্নিবেশিত করা হয়। ২০০৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (UNCRPD)" অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ ২০০৭ সনে এ সনদে স্বাক্ষর এবং ২০০৮ সনে অনুসমর্থন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক "এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ এওয়ার্ড" প্রাপ্ত মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ ২০০৭ সনে বাংলাদেশে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা নিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করেন এবং এখন পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এক সময় অটিজম ছিল একটি অবহেলিত জনস্বাস্থ্য ইস্যু, এ সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ছিল নানা ধরনের নেতিবাচক ধারণা। বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছায় এবং অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ-এর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন পরিবর্তনের মুখে পা বাড়িয়েছে।

সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় এবং আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইনি বিধি-বিধান এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য রূপায়ন ও বাস্তবায়নে অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকার ২০১৪ সনে প্রতিষ্ঠা করে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসূচি ও গঠনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ট্রাস্টের সাম্প্রতিক অর্জন, চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম

চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান: অর্থ বছর ২০১৭-১৮ হতে এ কার্যক্রম শুরু হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৬৫০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের পরিমাণ ৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা। উপকারভোগির সংখ্যা ৫,৭০১ জন।

'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' প্রবর্তন: এনডিডি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। গত ১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখ জাতীয় বীমা দিবসে এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এ বীমার আওতায় বাৎসরিক ৬০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ১ লক্ষ টাকার বীমা কভারেজ পাওয়া যাবে।

ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: দেশের সকল হাসপাতালে এনডিডি ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে মোতাবেক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম

বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন: এনডিডি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নমনীয়ভাবে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও সমন্বিতভাবে উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় ও এনডিডি ব্যতিত অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। নীতিমালার সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক পর্যায়ক্রমে সরকার কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল স্থাপন, স্বীকৃতি বা বেতন ভাতা প্রদানের অনুমোদন প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন: এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মাতা-পিতা/অভিভাবকগণের প্রশিক্ষণ: গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭০ জন এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের মাতা-পিতা/অভিভাবককে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে দেশব্যাপী অনলাইনে এ প্রশিক্ষণ চালু রাখা হয়েছে। শুরু থেকে চলতি অর্থ বছরের এ পর্যন্ত ৬২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটি ট্রাস্টের চলমান কার্যক্রম।

বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ: ২০২০-২১ অর্থ বছর হতে এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। কার্যক্রমটির শুরু থেকে চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৬১০ জন শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটি ট্রাস্টের চলমান কার্যক্রম।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও ই-সেবা সমূহ

"স্মার্ট অটিজম বার্তা" নামক এ্যাপ প্রণয়ন: এটি একটি কমিউনিটি ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনিং টুল (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি শিশুর অটিজম আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহ থাকলে তা নিরূপণপূর্বক নিকটস্থ উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স/ শিশু বিকাশ কেন্দ্র অথবা অটিজম সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিতকরণসহ রেফারেল সুবিধা যুক্ত হবে।

'বলতে চাই' নামক এ্যাপ প্রণয়ন: এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'বলতে চাই' নামক একটি এ্যাপ যা মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে অমৌখিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (For non-verbal persons) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

অ্যাপ্লিকেশন বেইজড ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটি প্রকল্প গ্রহণ: অটিজমসহ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অ্যাপ্লিকেশন (এ্যাপ) বেইজড ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটির আওতায় চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানাবিধ সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ৮৪ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। আইসিটি বিভাগ, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ই-জেনারেশন এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

এনডিডি ও অটিজম সেবা দান কেন্দ্র: অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৭টি বিভাগে মোট ১৪টি স্থানে ১৪টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী বয়সভিত্তিক প্রয়োজন মাফিক ১৭ ধরণের সেবা সুবিধা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ভাড়া বাড়িতে/ সমাজসেবা অধিদফতরাধীন জেলা কমপ্লেক্সে কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা কেন্দ্র স্থাপন : ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক অসহায় এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়রনের লক্ষ্যে 'দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিপিপি চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী) তে অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

Behavior Change Communication (BCC) Materials প্রণয়ন: অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের যেমন- মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্কুলের শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য BCC Materials তৈরি ও বিতরণের কাজ চলমান আছে।

সংকলন এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বিতরণ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধি ও সরকারি আদেশ-নির্দেশনা সমূহের সংকলন, সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা এবং অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা সহজীকরণ করে প্রণয়ন করতঃ সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ কাজ চলমান আছে।

প্রামাণ্য চিত্র তৈরি: এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও এনডিডি নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দূরীকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে টিভিসি প্রণয়ন ও প্রচারসহ ০২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসসমূহে প্রণীত ডকুমেন্টারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে প্রচার কাজ চলমান।

অন্যান্য কার্যক্রম

এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের পুনর্বাসন: অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বগুড়া জেলায় ৫০ জন পুরুষ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ৫০ জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তিকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অচিরেই দুটি কেন্দ্র চালু করা হবে এর মধ্যেমে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসন কাজের সূচনা হবে।

সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধা বিকাশ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন: এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং তাদের পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয় যা একটি চলমান কার্যক্রম।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন: প্রতিবছর ২ এপ্রিল তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সারাদেশব্যাপী যথযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। অটিজম বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অটিজম পদক প্রদান করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট, পোস্টার, ব্রুশিউর ও দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ও সেরিব্রাল পালসি দিবসসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি, অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে আন্তরিকভাবে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির কল্যাণে অংশগ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমঅধিকার, ন্যায়পরায়নতা ও সুন্দর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার গৌরব অর্জনে সক্ষম হবে।

মোঃ শাহ আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব)
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আজ ১৬তম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৩' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্য, পরিচর্যাকারী, অটিজম বিষয়ক গবেষক, চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য - "রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বগঠন" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা-২০১৫, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ সকল আইনের সফল বাস্তবায়নে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ-এর উদ্যোগ, পরামর্শ ও নিরলস প্রচেষ্টায় অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা: ২০১৬-২০৩০' প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে মাত্রা ও বয়সভিত্তিক জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার জন্য মাতা-পিতা ও অভিভাবককে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া এই সুরক্ষা ট্রাস্ট হটলাইনভিত্তিক মেডিকেল সেবা, ডিজিটাল টেলিমেডিসিন সেবা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কারিকুলাম প্রণয়নের কাজ করছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩) দেশের ১৪টি স্থানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১৪টি 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অটিজমসহ অন্যান্য এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদেরকে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে সোশ্যাল ও মেডিকেল পদ্ধতির সমন্বয়ে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম দ্বারা আন্তর্জাতিক মানের আর্লি ইন্টারভেনশনসহ ১৭ ধরনের সেবা প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য ৮ বিভাগে ৮টি 'চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চলছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য আমি এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার বিশ্বাস, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মানবিক পরিবেশে গড়ে তোলা হলে তারাও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠবে। সমাজের সকলকে সঙ্গে নিয়েই আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।

আমি '১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

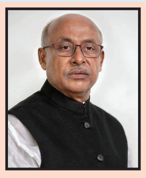

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ ২ এপ্রিল ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বের সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য:

"রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য
নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বগঠন"।

এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিপাদ্যের মধ্যেই দিবসের কার্যক্রম তাৎপর্য ও গুরুত্ব প্রতিভাত হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মানুষের অধিকারের মতই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারও নিশ্চিত করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০১৩ সালে স্থাপিত হয় এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট। সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, এনডিডি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। অটিজমসহ এনডিডি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে যৌথভাবে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এনডিডি ব্যক্তিকে জিটুপি পদ্ধতিতে এককালীন আর্থিক চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এতিম অভিভাবকহীন এনডিডি ব্যক্তির অভিভাবক নিয়োগের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কিছুদিন পূর্বেও বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন ধারণা ছিল না এবং অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের সমাজে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক "এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ এওয়ার্ড" প্রাপ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদের পরামর্শে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে অটিজম বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানব দরদী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় প্রতিবন্ধী ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের জন্য অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকল ব্যক্তি, পরিবার ও পরিচর্যাকারীদের সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য রইল নিরন্তর শুভ কামনা। আমি ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

বাণী

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ ২ এপ্রিল ১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় অটিজমসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সফলভাবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত চেয়ারপার্সন মিজ্ সায়মা ওয়াজেদের পরামর্শ মোতাবেক এনডিডি ব্যক্তিদের কল্যাণে যুগোযোগী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯-এর আলোকে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা', মাতা-পিতার মৃত্যুতে অভিভাবক নিয়োগ কার্যক্রম, এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিবর্গের জন্য অভিভাবকত্ব গ্রহণসহ অন্যান্য সহযোগিতার জন্য সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম, এককালীন চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান এবং এনডিডি বিষয়ক ব্যাপক প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় এ বছরই ৪৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১৪টি স্থানে ৩ বছর মেয়াদি পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অটিজমসহ অন্যান্য এনডিডি শিশু ও জনগোষ্ঠীকে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে ১৭ ধরণের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে '৮টি চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ১৯০টি উপজেলার ৩৯০ জন পিতা-মাতা/ কেয়ারগিভারকে অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তির গৃহভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা একটি চলমান কাজ। একইসাথে ৬০টি জেলার ১০৫টি উপজেলার ১১৫টি বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অটিজমসহ এনডিডি ব্যক্তির কল্যাণে সরকারি অর্থায়নে এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বে গুচ্ছভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট উদ্ভাবনী কাজের অংশ হিসেবে 'বলতে চাই' ও 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। 'বলতে চাই' অ্যাপ যোগাযোগ সহজীকরণ করবে আর 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' অ্যাপ দ্বারা ঘরে বসেই অটিজম আছে কিনা তা স্বল্প খরচে দ্রুত জানা সম্ভব হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের নিমিত্ত সমাজের সকলকে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে দিবসটির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম